স্বাগত হে কমপু মিয়া

নাদিরা বেগম

গ্রামের লজ্জাবতী নববধূটি স্বামীর ঘরে এসেও যেমন বাপের বাড়ীর কথা ভুলে না, নিজ হাতে তৈরী করা শীতের পিঠাটা উপহার পাঠায় বাপের বাড়ী, তেমনি আমাদের কমপিউটারগুলো বিদেশ থেকে এসে সম্পর্ক একবারে চুকিয়ে দেয়নি। ওদের পেটে কম্পোজ করা বই পাঠাচ্ছে বিদেশে, সে বই প্রকাশ করেছে একটি মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা।

১৯৭৪। বন্যার পানিতে সারাদেশ ভাসলো। নদীর পাড় ভাঙলো। গাছের সার ভাঙলো। স্রোতের তোড়ে ভেসে গেল খড়-কুটো, ঘর-বাড়ী। বন্যার তাড়া খেয়ে দলে দলে লোকজন ভেসে এলো শহরে। আমিও এলাম, তবে বন্যার তাড়া খেয়ে নয়, সার্টিফিকেটের তাড়া খেয়ে।

চুয়াত্তরের বন্যার জলে ভেজা লাইন ধরে এক পড়ন্ত বিকেলে ঢাকায় এল একটি লাল রেলগাড়ী, আমাকে নিয়ে। আর আমার শেকড় বিঁধলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

১৯৮৮। নজিরবিহীন বন্যা। সারাদেশ আবার আঁথে পানিতে তলিয়ে গেল। ঘর-বাড়ী, খড়-কুটো পানিতে ভাসলো আবার। বিদেশ থেকে অসহায় বন্যাপীড়িতদের জন্যে প্রচুর রিলিফ এল। সেই সাথে মান্ধাতার আমলের লেটার প্রেসে মুদ্রণ ও প্রকাশনাজনিত পীড়ন থেকে দেশবাসীকে 'রিলিফ' দেবার জন্যে এলো কমপিউটার।

কবে কার মুখে প্রথম কমপিউটার শব্দটি শুনেছি মনে নেই। তবে বর্ণনা শুনে যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল ঠিক যেন 'কুন-ফায়াকুন'- এর মতো ব্যবস্থা। অনেকের ক্ষেত্রে যাদব পণ্ডিতের মতো জ্ঞানী। মনে মনে ভেবেছিলাম, কখনো যদি বিদেশ-টিদেশ যাই তাহলে অবশ্যই কমপিউটার দেখে আসবো।

সুযোগ পেলে একটু ছুঁয়ে দেখবো। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। আমাদের গ্রামে যখন প্রথম একটা রেডিও দু'চারদিনের জন্যে আতিথ্য গ্রহণ করলো, তখন আমরা শ'দুয়েক ছেলে-মেয়ে সেটার চারদিকে ঘিরে থাকতাম।

ছোট্ট একটা বাক্স হর হর করে একদম মানুষের মতো কথা বলে, গান গায় কি ভীষণ রকম আশ্চর্যের কথা। আমরা সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচী নিয়ে রেডিও ঘিরে থাকলাম। আর আমরা রেডিও যাতে ধরতে না পারি সেজন্য রেডিওর মালিকের মনোনীত প্রতিনিধিরা একজন করে পালাক্রমে পাহাড়া দিতে লাগলো। একদিন খুব সাহস করে রেডিওটা ছোঁয়ার একটা আব্দার রাখলাম মালিকের কাছে। আমার আবেদন মঞ্জুর হলো। দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড রোমাঞ্চকর এবং অবশ্যই সৌভাগ্যের কাজটি আমি করলাম, অর্থাৎ রেডিওর একটি 'ডাণ্ডা' আমি ঘুরালাম। রেডিওতে তখন আবদুল আলীম গান গাইছিলেন। আমি 'ডাণ্ডায়' হাত দেয়ায় আবদুল আলীম মাইগু করলেন, গান থামিয়ে দিলেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। রেডিও মালিক আমার অবস্থা বুঝে একটু হাসলেন; বললেনন- এবার উল্টা ঘুরাও। ডাণ্ডাটি উল্টা ঘুরাতেই আবদুল আলীম আবার গান শুরু করলেন। এ ঘটনাটি ঘটলো আমার সমবয়েসী বহু ছেলে-মেয়ের সামনে। এতে আমার সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়লো।

কমপিউটার নিয়েও একই ভাবনা ভেবেছি। চান্স যদি পাই, তাহলে কমপিউটারের উপর কিছু আলগা মাতাব্বরী করে নাজেহাল করতে চেষ্টা করবো। গ্রামে পাত্রী দেখতে এসে পাত্র পক্ষের এলাকার স্কুলশিক্ষক যেমন পাত্রীর আউট নলেজ টেস্ট হিসেবে জিজ্ঞেস করেন 'বলতো মা, বুলগেরিয়ার খাদ্যমন্ত্রী কে?' তেমনি আমিও কমপিউটারকে জিজ্ঞেস করবো-বলতো বাপু কমপিটার, একুশ কোটিকে একুশ হাজার কোটি দিয়ে পূরণ করে তার সাথে পাঁচ দশমিক এক সাত যোগ করে রুট-ওভার করে সাতাশি দিয়ে পূরণ করে নয় লক্ষ বিয়োগ করে পৌণে দুই যোগ দিয়ে নয় হাজার নয় শত নিরানব্বই কোটি দিয়ে গুণ করলে কত হয়?

১৯৮৮ সালের দিকে যারা একটা কিছু করতে চায় এমন অনেকেই কমপিউটার কিনে বসে গেলো।শুরু হলো বাংলাদেশে কমপিউটারের অগ্রযাত্রা। পাইকা, সুশ্রী, স্বরূপ, লেড, গ্যালী প্রকাশনার রাস্তা থেকে বিদায় নিলো হঠাৎ করেই। তার বদলে এল সুনন্দা, শহীদ লিপি, জব্বার কী বোর্ড, এম, এস, ওয়ার্ড, পেইজ মেকার, ট্রেসিং, শিফট কমাণ্ড আরো কত কি! লেটি ইঁদুরের, অর্থাৎ মাউসের, মস্তকের উপর আদুরে হতে রেখে দু' বার আঙুল নাড়ালেই চোখের সামনে মনিটরে ঝকঝক করে উঠে স্বাগতম বার্তা। এরপর যত খুশী, আঙুল নাড়ালেই স্ক্রীপ্ট ঢুকে যায় ডিস্কের পেটে। পেইজ সেট-আপ, কলাম গাইড, সেকশন- এগুলো ঘুরে এলেই মনের মতো করে সেজে যায় লেখাগুলো। একটি লেখায় কোন বিশেষ সংযুক্ত অক্ষর এক লক্ষ বার ব্যবহার করলেও টাইপ শেষ হয়ে যায় না, টন লাগাতে হয় না। ফাউন্ড্রীতে দৌড়াতে হয় না। তারপর মিউজপ্রিন্ট ভিজিয়ে টাইপ বসিয়ে তার উপর বাম-ডান, বাম-ডান করে প্রুফ উঠাতে হয় না। প্রুফ দেখতে গিয়ে শার্টের কব্জি কালে হয়ে যায় না। বন্যার জলে নিয়ে আসা পলি মাটির মতোই বাংলাদেশের প্রকাশনাকে উর্বর করে দিল কমপিউটার। ১৯৮৮'র বন্যা মওসুমেই কমপিউটারের সাথে আমাদের আন্তরিকতা শুরু হল।

Bethany Books, Stockholm, Sweden
and
JEEVA : Alternative Words, Texas, U.S.A.

Perestroika : An Inquiry into Its Historical, Ideological and Intellectual Roots; Abu Taj Dowlah (University of Southern California, USA)

Emergence of Bangladesh and Big Power Role in 1971; Iqbal Alam (Second Edition, 1991);

Critical Essays on African and Third World Economic Development; W. A. Ndongko and Franklin Vivekananda

Economic Development of Cameroon; W. A. Ndongko and Franklin Vivekananda

Bilateral and Multinational Economic Co-operation in West Africa; W. A. Ndongko and F. Vivekananda.

Asia: The 21st Critical Century: The Question of Sub-Nationalism in South Asia: Case Studies from Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka; Satyajit Sharan and Franklin Vivekananda

Promises and Process of Maldevelopment; Franklin Vivekananda (ed.)

Bangladesh Economy: Some Selected Issues; Franklin Vivekananda (ed.)

Development Alternative; Anujanda Guha and Franklin Vivekananda

One Step Forward and Two Steps Backward. Theories in Rule Making and Responsibility of a Developing Economy

Inside Bureaucracy: Bangladesh; Mustafizur Mannan and Jayanta Kumar Roy, (First US Edition, 1991);

North-South: A Review of the Report of the Brandt's Commission on International Development Issues: Its Realities and Further Suggestions;

Revolutionary Politics in India and Bangladesh; Nurul Amin, Associate Professor of Political Science, Dhaka University, Bangladesh 1991

Growth of Military in the Third World; Nasim Kamran Chowdhury

Unemployment in Karnataka: South India

British Diplomacy in China 1913-1933; Syed Anwar Husain, Professor of History, Dhaka University, Dhaka, Bangladesh, 1991.

Student Activism and Emergence of Bangladesh; Abdul Wahid Bhuiya, Associate Professor of Political Science, Dhaka University, Dhaka, Bangladesh, 1991

US Economic Assistance for a Third World Country: Bangladesh; Iqbal Alam and F. Vivekananda

Constitutional Aspects of Education System in Bangladesh; Dr. Munir Khasru

JEEVA: Alternative Words
Post Box 3480, Bryan, Texas 77805, U.S.A.
and
Bethany Books,
Post Box 7444,15391, Stockholm, Sweden.

লেখিকার প্রতিষ্ঠানে বিদেশের জন্য কম্পোজ করা কয়েকটি বই এর তালিকা

মোহাম্মদপুরের এক বাসা থেকে কমপিউটার কিনলাম আমরা। ঢাকার বহু রাস্তায় তখন নৌকা চলে। রিক্সায় চড়লে মাঝে মধ্যেই পা উঁচিয়ে জুতা বাঁচাতে হয়।

এ রকম রিক্সা-নৌকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানময় রাস্তা দিয়ে আমরা কমপিউটার নিয়ে আসি আরামবাগের এক গলিতে। ঢাকার মানুষেরা অনেকেই তখন কমপিউটার দেখেনি। তাই পথচারীদের মুখে গাল শুনতে হয় আমাদের। একজন সজোরেই বলে বসলেন- দেখ্ ব্যাটাদের স্ফূর্তি লাগছে মনে হয়। আমরা বন্যার জ্বালায় বাঁচি না, আর ওরা ভিডিও গেম নিয়া যায়।

প্রতিষ্ঠানের নাম রাখলাম ইংরাজী Type setting এর বাংলা সমার্থক শব্দ মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ফ্যাক্টরী কাম অফিস কাম রিসেপশন-সবই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একজন মালিক সাহেবের বাসার একটা রুম। গলির ভেতরের একটা বাড়ীর তৃতীয় তলায়। সংবাদটা ধীরে ধীরে বন্ধুরা জানতে থাকলো। আমরা শিল্পপতি হয়ে গেছি বলেও ধারণা করলো কোন কোন বন্ধু। একজন জিজ্ঞেস করলো- আরামবাগের গলিতে ক্রেন ঢুকালেন কি করে?

- আশ্চার্য, ক্রেন ঢুকাবো কেন?

- তাহলে কমপিউটার তিন তলায় উঠালেন কি করে?

কমপিউটার দেখাতে বন্ধুকে নিয়ে গেলাম। ১২ ইঞ্চি সাইজের টেলিভিশন (তাও সাদাকালো) বড় ক্যালকুলেটারের মত কয়েকটি বোতাম আর রাস্তার পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অসুস্থ ব্যাঙের মতো একটা মাউসের যৌথ নাম কমপিউটার দেখে তিনি খুবই নিরাশ হলেন এবং চা পর্যন্ত না খেয়ে চলে গেলেন।

আমাদের ঘরে কমপিউটার লেগে গেল। অর্থাৎ আমরা আনন্দ গদ গদ চিত্তে বললাম স্বাগত হে 'কমপু' মিয়া। সেই সাথে কমপিউটারের পিঠে পাঁজরের নীচে আঙুল লাগিয়ে একটু কাতুকুতু দিলেই টুক করে, একটা শব্দ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠে মনিটরে ফুটে স্বাগতম বাণী।

আমরা পরিকল্পনা নিলাম, একমাস কোন কাজ নেবো না। আগে এ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানবো। কাজ শিখবো।

কিন্তু তা আর হলো না। এক বন্ধু এক প্যাকেট এনে ফেলে রেখে চলে গেলেন। যাবার বেলায় জানিয়ে গেলেন-দু' দিন পর প্রুফ চাই। কিভাবে হবে জানি না।

অগত্যা কাজ নিয়ে বসতে হল। কিন্তু কিছুতেই আমরা কমপিউটারকে বাগে আনতে পারলাম না। এ যেন বড়লোকের মেয়ে, গরীবের ঘরের বউ হয়ে এসে উন্মাসিকতাই শেষ করতে পারছে না। শেষে অবাধ্য গরুর ঘাড়ে কি করে জোয়াল পড়াতে হয় তা শিখিয়ে দিয়ে গেলেন তারকালোকের কমপিউটার বিশেষজ্ঞ এবং আমাদের শুভাকাঙ্খি খান সাহেব। সেই থেকে কমপিউটার চলছে। এক কমপিউটারের নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য পর পর আরো ক'টি কমপিউটার এল। ওরা জোট বেঁধে তিল তলা থেকে এক তলায় নেমে এলো, আরামবাগের অন্য একটি বাড়ীতে অফিস ভাড়া নেয়া হলো।

বাড়লো কাজের পরিধি।

গ্রামের লজ্জাবতী নববধূটি স্বামীর ঘরে এসেও যেমন বাপের বাড়ীর কথা ভুলে না, নিজ হাতে তৈরী করা শীতের পিঠাটা উপহার পাঠায় বাপের বাড়ী, তেমনি আমাদের কমপিউটারগুলো বিদেশ থেকে এসে সম্পর্ক একবারে চুকিয়ে দেয়নি। ওদের পেটে কম্পোজ করা বই পাঠাচ্ছে বিদেশে, সে বই প্রকাশ করেছে একটি মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা।

আমাদের সর্বশেষ উদ্যোগ বিদেশ থেকে ডাটা প্রসেসিং এর কাজ সংগ্রহ। এ ব্যাপারে আমাদের প্রাথমিক আয়োজন চূড়ান্ত হয়েছে। আমাদেরই একজন প্রতিনিধি এ ব্যাপারে বর্তমানে বিদেশ সফর করছেন। এ বিষয়ে আমরা সফল হতে পারবো বলেই আমাদের বিশ্বাস।